সংবাদ

তারিখ 25 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল

মেধার উন্নয়ন ও যথার্থ মূল্যায়ন কাম্য

উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় পাসের হার এবং জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। দেশের ১০ শিক্ষা বোর্ডে এ বছর পাস করেছে প্রায় ৬৯ শতাংশ শিক্ষার্থী। গত বছরের তুলনায় পাসের হার কমেছে প্রায় ৬ শতাংশ। এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছে প্রায় ৩৮ হাজার শিক্ষার্থী। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৫৮ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী। শতভাগ পাস করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কমেছে। অন্যদিকে বেড়েছে শূন্য পাসের হারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। পরীক্ষার ফলকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ স্বাভাবিক মনে করছেন। তিনি বলেছেন, নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করায় পাসের হার কমেছে।

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাসের হার বা জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমায় শিক্ষামন্ত্রীর মতো সাধারণ মানুষও বিস্মিত হননি। বরং পূর্বের বছরগুলোর পাসের হার ও জিপিএ-৫ পাওয়ার হার দেখে মানুষ একাধারে বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হয়েছেন। অভিযোগ ছিল, পাসের হার ও জিপিএ-৫ বাড়িয়ে দেয়ার জন্য যেনতেনভাবে খাতা দেখে নাম্বার দেয়া হয়। আমরা বরাবরই মেধার যথাযথ মূল্যায়নের পক্ষে কথা বলেছি। সরকার বা পরীক্ষকদের কাজ হচ্ছে মেধা যাচাই করা, কাউকে পাস করানোর দায়িত্ব তাদের নয়। উত্তীর্ণ হওয়ার দায়িত্ব শিক্ষার্থীর নিজের। আর একজন শিক্ষার্থী যেন উত্তীর্ণ হতে বা মেধার স্বাক্ষর রাখতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে শ্রেণীকক্ষে। আমরা চাই, শ্রেণীকক্ষভিত্তিক মানসম্মত পাঠদানের শিক্ষা ব্যবস্থা। চোখ বুজে পাস করিয়ে দেয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা মেধাবী জাতি গঠন করতে পারে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে বিষয়টি উপলব্ধি করেছে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছে সেজন্য তাদের সাধুবাদ জানাই।

নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কিছু বিষয়ে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। ইংরেজি, তথ্যপ্রযুক্তি, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে দেশের উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থীর দুর্বলতা রয়েছে। এসব বিষয়ে দুর্বলতা চিহ্নিত করে এখন থেকেই শ্রেণীকক্ষভিত্তিক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এ বছর ৭২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাস করেনি। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে একজনও পাস করবে না এমনটা মেনে নেয়া যায় না। এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। আমরা চাই, এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক।

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় যেসব শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে বা প্রত্যাশিত ফল অর্জন করেছে তাদের আমরা অভিনন্দন জানাই। আমরা চাই, তারা সাফল্যের অগ্রযাত্রা ধরে রাখুক। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা যেন যোগ্যতা অনুযায়ী পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারে সেটা সরকারকে কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে। যেসব শিক্ষার্থী এবার উত্তীর্ণ হতে পারেনি বা কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করেনি তাদের হতাশ হলে চলবে না। কারণ এ একটি পরীক্ষাই জীবনের সবকিছু নয়। এবারের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলার আরও সুযোগ তারা বাকি জীবনে পাবে। অনুত্তীর্ণ বা প্রত্যাশিত ফল অর্জন করতে না পারা শিক্ষার্থীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক হতে হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং............
তারিখ............
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর